দৈনিক খবর

তারিখ ... 17 SEP 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম .. 2 ...

হলে ছাত্র–ছাত্রীর উপস্থিতি কম

৪৭ দিন পর আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে

।। খবর রিপোর্ট ।।

দীর্ঘ ৪৭ দিন পর আজ মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে। গতকাল সোমবার সবক'টি হল আবাসিক ছাত্র–ছাত্রীদের জন্যে খুলে দেয়া হলেও উপস্থিতির হার ছিল খুবই কম। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্ট সন্ত্রাসের আশংকা এখনও রয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় না খুলতে খুলতেই গুঞ্জন উঠেছে, সন্ত্রাসের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবারও বন্ধ হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, গত ৩০শে জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ (আ–অ)–এর মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের জের হিসেবে ৩১শে জুলাই হতে অনির্দিষ্টকালের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। গতকাল আবাসিক ছাত্র–ছাত্রীদের জন্যে হলগুলো খুলে দেয়া হয়। কিন্তু উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র–ছাত্রী হলে ফিরে আসেনি। অবশ্য আজ হতে ক্লাশ শুরু হবে।

সূত্র জানায় ঃ সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের জের হিসেবেই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। বন্ধ ঘোষণার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ প্রশাসন বলেছিলেন, সন্ত্রাস বন্ধে রাজনৈতিক দলগুলোর নিশ্চয়তা না পাওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হবে না। কিন্তু এই নিশ্চয়তা না পাওয়ার পরেও বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হয়েছে। সন্ত্রাস সমস্যাও রয়ে গেছে সেই

শেষ পৃষ্ঠায় ৭ম কলামে

৪৭ দিন পর ঢাকা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সাথে। 'দৈনিব খবর' এর পক্ষ হতে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ পরিষদভুক্ত ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলেছি।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (আ–অ)–এর সভাপতি শাহে আলম বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের আশংকা এখনও রয়ে গেছে আর সরকারী ছাত্র সংগঠন সন্ত্রাস করছে। ওরা সব সময়ই সুযোগ পেলে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার পথ খুঁজে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করাটা উচিত হয়নি। এ ধরনের প্রচেষ্টা ছাত্রদের শিক্ষা জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার নামান্তর। সেই পাকিস্তানী আমল হতে এ ধরনের প্রচেষ্টা চলছে। অবশ্য কেবলমাত্র শিক্ষাঙ্গন নয়। পুরো সমাজে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়েছে। সরকারী দল ক্ষমতাকে ব্যবহার করে সন্ত্রাস করছে। গত হরতালের সময় ওরা অস্ত্র নিয়ে মাঠে নেমেছে। উপ–নির্বাচনে তারা জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার প্রাণনাশের চেষ্টার মত ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালায়।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক ইলিয়াস আলী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারও সন্ত্রাস সৃষ্টির আশংকা করাটা স্বাভাবিক। কেননা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আগেই মুজিববাদী ছাত্রলীগে আশ্রিত ডাঃ মিলনের খুনীরা ছাত্রদলের কর্মীদের আঘাত করেছে। তবে সন্ত্রাস সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত। কিন্তু সেই সমস্যার উৎপাদন না করে এবং তার সমাধানের বাস্তব পদক্ষেপ না নিয়ে অনিশ্চিত অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত সন্ত্রাসের আশংকাকে প্রকট করে তুলেছে।

ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নাসির–উদ– দুজা বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় খোলাটা অবশ্যই উচিত কাজ। তবে ইতিপূর্বে বন্ধ করাটা উচিত হয়নি। যে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়বন্ধ করা হয়েছিল তার সমাধানও হয়নি। হয় সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে, নয়তো সন্ত্রাসের মধ্যে বসবাস করার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। নইলে বিশ্ববিদ্যালয় কেবলই বন্ধ থাকবে। সেই সাথে সন্ত্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে–এ ধরনের ধারণা পাল্টাতে হবে।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (না–শ)–এর সাধারণ সম্পাদক শফী আহমদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে সন্ত্রাস বন্ধ করা যাবে না। শিক্ষা জীবন অব্যাহত রাখাসহ শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকার ও অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তিকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সমস্যার সমাধান করতে হবে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টির আশংকা অমূলক নয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয় না খোলার কোন বিকল্প নেই।

ছাত্র মৈত্রীর সাধারণ সম্পাদক রাগীব আহসান মুন্না বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে সন্ত্রাস সমস্যার সমাধান করা যাবে না। গণতান্ত্রিক আচার–আচরণ ও রাজনৈতিক সততার উপরই নির্ভর করবে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস বন্ধ হবে কি হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টির আশংকা এখনও রয়েছে। তবে এ সমস্যা সমাধানের রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

এদিকে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ (আ–অ) ও ছাত্রদল সমাবেশ এবং মিছিল করেছে।

ছাত্রলীগ (আ–অ)

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক মোমতাজ উদ্দিন মেহেদী ও বিএম মোজাম্মেল হকের মুক্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সমাবেশ এবং মিছিল করেছে। পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে মধুর কেন্টিন চত্বরে আয়োজিত সমাবেশে বক্তৃতা করেন ছাত্রলীগের সভাপতি শাহে আলম, সদ্য কারামুক্ত ছাত্রনেতা মোমতাজ উদ্দিন মেহেদী ও বি এম মোজাম্মেল হক। সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি গোলাম মোস্তফা সুজন ও সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান আনসারী উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্রদল

ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস বিরোধী সমাবেশ করেছে। সমাবেশের শুরুতেই ক্যাম্পাসে মিছিল বের করা হয়। ডাকসু ভবন চত্বরে আয়োজিত সমাবেশে বক্তৃতা করেন ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক ইলিয়াস আলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সভাপতি হাবিব–উন–নবী সোহেল ও সাধারণ সম্পাদক আলী আক্কাস নাদিম। বক্তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্ট সন্ত্রাসের জন্যে ছাত্রলীগ (আ–অ)কে দায়ী করেন।